আজকের কাগজ

তারিখ 1 SEP 1994
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৭

শিক্ষা ও শিক্ষিতের প্রসার

শামসুল আলমগীর

শিক্ষা নিয়েই যতো গন্ডগোল। শিক্ষিতের মগজ থেকে ভালো এবং মন্দো দুইই বেরোয়। শিক্ষিতেরা মাথা খাটিয়ে যেমন শয়তানী বুদ্ধি বের করতে পারে, তেমনি পারে জীবনমুখী চিন্তা-ভাবনা করতেও। শিক্ষা অতিশয় মৌলিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তা মানুষ বরাবরই স্বীকার করে এসেছে। তাই মানুষের দৃষ্টি শিক্ষালয়ের উপর। তার দিকেই তার যতো থাবা। শিক্ষাংগনে সন্ত্রাস, শিক্ষিত যুব সমাজের ব্যাপক অবক্ষয়, শিক্ষিত কর্তৃক সমগোত্রিয় শিক্ষিতের ধোলাই এখন নিত্য নৈমত্তিক এক চর্চা।

অশিক্ষিতেরা নিত্যান্তই গবেট, তাদের গুরুত্ব না দিলেও চলে। কিন্তু যেসব শিক্ষিত মানুষের মস্তিষ্কের ধুসর কোষ কিছু বেশী পরিমাণে জাগ্রত ও ক্রিয়াশীল তারাই মাথা ব্যাথার বিষয়। রাজনীতি, জ্ঞান-বিজ্ঞান সর্বত্র এখন শিক্ষিত মগজের প্রচন্ড চাহিদা। কোন শিক্ষিত কিসে বা কোন পেশায় নিয়োজিত হবে তার একটা নিয়মনীতি থাকলেও শতকরা আশি জন শিক্ষাহীনের দেশে তা বলা কঠিন। কলা, বাণিজ্য, সমাজ বিজ্ঞান শাখাতো একরকম নয়। যে লোকটা ডেস্কে কাজ করে, যে লোকটা 'প্রপার ম্যান প্রপার জব' নিয়ে মাথা ঘামায় বা সমাজ বিজ্ঞানের শাখা প্রশাখার গোলকধাঁধায় বিচরণ করে তারা প্রত্যেকেই শিক্ষিত হলেও সমমর্যাদা পান না এবং তাদের কদরও একরকম নয়।

কিন্তু সমস্যা হলো যখন শিক্ষিতের অবমূল্যায়ন হয়, যখন শিক্ষাকে লাগানো হয় পাশ্চাত্যমুখী ধ্যান-ধারনায়। কোনো উৎকৃষ্ট উদ্ভাবনশীল শিক্ষিতের মস্তিষ্ককে কখনোই তার নিজস্ব বিশেষত্ব থেকে ভ্রষ্ট করতে নেই। তাহলে সেই শিক্ষিতের অবদান থেকে আমরা যেমন বঞ্চিত হই, তেমনি আবার ওই শিক্ষিতের অপব্যবহারজনিত প্রসার আমাদের ক্ষতিই করে। কামারকে দিয়ে কুমারের কাজ করাতে গেলে যা হয়, শিক্ষার এবং শিক্ষিতের ক্ষেত্রে তাই হয়ে এসেছে। ছাগল দিয়ে আর যাই হোক ধান মাড়াইয়ের কাজ করা যায় না। অথচ গত দুই যুগে সেই কাজটাই চোখ বন্ধ করে করে চলেছি আমরা।

আজকালের নামীদামী শিক্ষিতেরা শিক্ষার মস্তিষ্ককে বিনষ্ট করার চমৎকার নিদর্শন স্থাপন করেছে। কাগজ হলো শিক্ষা প্রসারের মূল বাহন। কারণ শ্লেট-পেন্সিলের যুগ আর নেই। যে দেশে এতো অশিক্ষা, সে দেশে কাগজের প্রয়োজনীয়তাও খাদ্য-বস্ত্রের মতো। কিন্তু স্বাধীনতার পর এতোগুলো বছর পার হলো তবু কাগজ উৎপাদনে সে গুরুত্ব দেওয়া হলো না। শিক্ষার এবং কাগজের ব্যাপারে আমরা পরনির্ভরশীল। নর-নারী সংখ্যার তুলনায় এদেশে শিক্ষিতের হার এবং খবরের কাগজের সংখ্যা নগণ্য। যে কোনো উন্নত দেশের তুলনায় আমাদের দেশে স্কুল-কলেজের সংখ্যা অনেক কম এবং বই পত্র ছাপাও হয় অনেক কম, অথচ সেই পরিমাণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ এবং কাগজও আমরা নিজেরা উৎপাদন করতে পারি না। অপ্রয়োজনীয় পণ্য এবং অপচয়মূলক পেট্রোলিয়াম আমদানি করতেই আমাদের বিদেশী মুদ্রা সঞ্চয়ের নাভিশ্বাস ওঠে, শিক্ষিতের হার বৃদ্ধি ও শিক্ষার বাহন কাগজ কেনার সময় তাই আর মুঠো আলগা হতে চায় না। এই হতদরিদ্র দেশে শিক্ষা বিস্তার করতে গেলে বেতন স্কেলে শিক্ষিত ও উচ্চ শিক্ষিতের মধ্যে ন্যায় বিচার ও সমতায় আনা উচিৎ, সে ব্যবস্থা হয়নি বরং বেতন স্কেলে শিক্ষিতের চাইতে অশিক্ষিতের স্কেল বেশী জিইয়ে থাকায় আজ শিক্ষার প্রতি বিরূপ মনোভাব সৃষ্টি হচ্ছে। আমাদের শিক্ষা ও শিক্ষিত সম্প্রদায়কে বেঁচে রাখার স্বার্থে এবং এর বিকাশ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে ন্যায় বিচার ও সমতা প্রসারের কোনো ব্যবস্থা নেই। শিক্ষিতের দেহ-মনের মধ্যে ছড়িয়ে থাকে অসন্তোষ, ক্ষোভ, অতৃপ্তি এবং প্রচ্ছন্ন বিদ্রোহ। কাজ-কর্মে আর সিদ্ধান্তের মধ্যে সেতু বন্ধন আর গড়ে উঠে না তার।

শিক্ষা এবং শিক্ষিতের ধোলাইদার হলো 'শোষণ'। বিশেষত এদেশের শোষণ। সমিতি, ইউনিয়ন, ইন্সটিটিউট বা পার্টি যা বলবে তা সংগে সংগে আইনকানুনে পরিণত করে নেয়ার ব্যক্তি ও গোষ্ঠি স্বেচ্ছাচার পদ্ধতি যে কতো শিক্ষা ও শিক্ষিতের বারোটা বাজিয়েছে তা আমরা অহরহ দেখছি। এই বহুরূপী ধোলাইয়ের প্রেক্ষিতে কোনটা প্রকৃত মন্দো অথবা সত্যিকারের ভালো সে বিচার বোধ অবধি লুপ্ত হতে থাকে। এ দেশের প্রশাসনে, শিক্ষাঙ্গনে, আইন-কানুন, বিধি-বিধানে এবং রাজনীতিতে আমরা তথাকথিত শিক্ষিতদের কতো রকম হাস্যকর ব্যবস্থা দেখছি, বিবৃতি পাঠ করছি বা দেখেছি টু-ইন-ওয়ানের মতো কিভাবে এদের ব্যবহার করা হচ্ছে।

এই কারবার যাঁরা করেন তাঁদের চিহ্নিত করা যাবে কি যাবে না, তা অন্য লেখার জন্যে রইলো। তবে দায়ি করা যায় প্রচলিত প্রথাকে। সুগভীর ষড়যন্ত্র ও নীল পদ্ধতিতে শিক্ষা ও শিক্ষিত সম্প্রদায়কে বিপথে চালিত করার এই প্রবণতা সারা সমাজ ও রাষ্ট্রের কাঠামোর মধ্যেই ছড়িয়ে আছে। শিক্ষিতদের এই ব্যবস্থা থেকে পরিত্রাণ নেই। কারণ তাকে শিক্ষা বেচেই একদিন পেট-পিঠের সংস্থান করতে হবে। যথা সম্ভব রাজনীতি, শোষণনীতি পরিহার করে, কোনো একটি উচ্চ আদর্শ অর্থাৎ দেশ ও জাতির বৃহত্তর আদর্শকে সামনে রেখে, নিরপেক্ষ মনোভাব নিয়ে ন্যায় বিচার ও সমস্যার সংস্পর্শে চালাতে ও চলতে পারলে শিক্ষা ও শিক্ষিত সম্প্রদায়কে রক্ষা করা হয়তো সম্ভব।